নিরাপত্তা এই সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বা প্রাথমিক শর্ত।

এর প্রয়োগগত কিছু অসুবিধার কথা তুলে ধরা হয়, যথা, দলীয় নেতাদের স্বৈরাচারিতা, প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করার ক্ষেত্রে অত্যুৎসাহ, অতিরিক্ত অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কারণে অলসতা।

সামাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আসলে সর্বহারা খেটে খাওয়া মানুষের একানায়কতন্ত্র যাকে লেনিন একমাত্র গ্রহণযোগ্য গণতন্ত্র বলে মনে করেছেন। একনায়কতন্ত্র হলেও এখানে এক শ্রেণি অপর শ্রেণিকে শোষণ করেনা, সমগ্র জনগণের স্বার্থই এখানে প্রাধান্য পায়, তাই গণতন্ত্রের নির্যাস টুকু এখানে থাকে যা অনেক সময় শ্রেণিবিভক্ত বুর্জোয়া সমাজে সংখ্যা গরিষ্টের শাসনে থাকেনা। তাছাড়া এক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় সর্বহারা শ্রেণি ক্ষমতায় থাকলেও নিপীড়িত শ্রেণি ক্রমে লোপ পায় ফলে সমস্ত জাতিই নেতৃত্বে চলে আসে। সুতরাং এটি শ্রেণিহীন সমাজের গণতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে। বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও এই গণতন্ত্র সম্ভব বলে মার্কস মনে করেন।

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ও চার্লস দ্য মন্তেস্কু [Seperation of Power and Charles de Montesquieu]

গণতন্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ যা শাসকদের স্বৈরাচারী হতে বাধা দেয়। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা আলাদা আলাদা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে ভাগ করে দেওয়াই ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ। এর ফলে এক বিভাগ যেমন অন্য বিভাগের কাজে নাক গলাতে পারে না তেমনই প্রতিটি বিভাগ স্বাধীনভাবে নিজের কাজের মধ্য দিয়ে অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে ও অতি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে দেয় না। প্রচীন যুগে অ্যারিস্টটল, পলিবিয়াস, সিসেরো, মধ্যযুগে মার্সিলিও অব পাদুয়া, আধুনিক যুগে লক প্রভৃতি দার্শনিক এই মত সমর্থন করলেও ফরাসী সমাজ রাজনৈতিক দার্শনিক মন্তেস্কুই (1689-1755) প্রথম এটিকে মানুষের স্বাধীনতার জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতি হিসাবে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি তাঁর স্পিরিট অব দ্য লজ (*Spirit of the Laws*) গ্রন্থে প্রথম এই নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা দেন।

মন্তেস্কু বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এই ব্যবস্থায় আইন বিভাগের অতিরিক্ত শক্তি তাঁর নজরে আসেনি। তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য গণতন্ত্রকে আবশ্যিক বলেও মনে করেননি। সংসদীয় রাজতন্ত্রের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত ছিল। তবে রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র যেকোন ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ – এই ছিল তাঁর মত।

আইন বিভাগের কাজ আইন তৈরী , শাসন বিভাগ আইন অনুযায়ি শাসন করবে আর বিচার বিভাগ সেই আইন রক্ষার কাজ করবে ও আইন লঙিঘত হলে বিচার করবে। শাসন, আইন ও বিচার একব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে থাকলে স্বেচ্ছাচারি, স্বৈরাচারি সরকারের সৃষ্টি হবে। মন্তেস্কু নিজের দেশের চরম রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে বলেন সরকারের মূল কাজ আইনের অনুশাসন বজায় রাখা এবং ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বিবিধ দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে শাসন ব্যবস্থায় শক্তিসাম্য আনার উপর তিনি জোর দেন। স্বেচ্ছাচারী সরকার জনতার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনা বলেই আইনের ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিভাজন দরকার। ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাটি তিনি লকের কাছ থেকে পেয়েছেন। প্রতিটি মানুষেরই কিছু জন্মগত অপরিহার্য অধিকার আছে যথা, জীবনের, ব্যক্তিস্বাধীনতার, সম্পত্তির, যেগুলি রক্ষার দায় সরকারের। ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে অবশ্য ব্যক্তির যা খুশী করবার অধিকার কে তিনি বোঝাননি। আইন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করার অধিকারই তাঁর মতে স্বাধীনতা। আইন-ই স্বাধীনতার রক্ষা কবচ, যা না থাকলে স্বাধীনতাও অর্থহীন। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় আইন তখনই কাজ করতে পারবে যখন তা স্বাধীনভাবে নিজের কর্তব্য করতে পারবে আর সেটা সম্ভব একমাত্র ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির দ্বারা।